IV Nibodhat Nov–Dec 2012

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল যুধিষ্ঠিরের : কোন ধর্ম (অনুষ্ঠান) আপনার মতে শ্রেষ্ঠ, পরম? তাঁর উত্তর এই শ্লোকে দিচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম :

> এষ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ।
> যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চেন্নরঃ সদা॥৮

অন্বয় : সর্বধর্মাণাম্ এষ ধর্মঃ অধিকতমঃ মে মতঃ, যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং সদা অর্চেৎ নরঃ।

শাংকরভাষ্য : সর্বেষাং চোদনালক্ষণানাং *ধর্মাণামেষ* ধর্মোঽধিকতম ইতি *মে* মম *মতঃ* অভিপ্রেতঃ. যদ্ভক্ত্যা তাৎপর্যেণ *পুণ্ডরীকাক্ষং* হৃৎপুণ্ডরীকে প্রকাশমানং বাসুদেবং *স্তবৈঃ* গুণসংকীর্তনলক্ষণৈঃ স্তুতিভিঃ *সদার্চেৎ* সংকল্পপূর্বকমর্চনং করোতি *নরঃ* মনুষ্য ইতি যদ্ এষ ধর্ম ইতি সম্বন্ধঃ। অস্য স্তুতিলক্ষণস্যার্চনস্যাধিক্যে কিং কারণম্ উচ্যতে—হিংসাদিপুরুষান্তরদ্রব্যান্তরদেশকালাদিনিয়মানপেক্ষত্বম্ আধিক্যে কারণম্।

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭)। "জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।/ কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" ইতি মানবং বচনম্ (মনুসংহিতা, ২।৮৭)। "জপস্তু সর্বধর্মেভ্যঃ পরমো ধর্ম উচ্যতে।/ অহিংসয়া চ ভূতানাং জপযজ্ঞঃ প্রবর্ততে॥", ইতি মহাভারতে। 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি' (গীতা, ১০।২৪) ইতি ভগবদ্বচনম্, এতদ্সর্বমভিপ্রেত্য 'এষ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ' ইত্যুক্তম্।

ভাবানুবাদ : এতক্ষণ 'বিরাট' পুরুষের লক্ষণ, গুণ, প্রকৃতি, ঐশ্বর্যের প্রসঙ্গ করছিলেন ভীষ্ম। এখন তিনি চেনাচ্ছেন আমাদের হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত সেই 'স্বরাট' পুরুষকে। উত্তম পুরুষে বলছেন পিতামহ, "অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সরূপ সমস্ত ধর্মের মধ্যে যে-ধর্মবিধির কথা এখন আমি বলছি, সেই ধর্মই আমার মতে অধিকতম বা শ্রেষ্ঠতম—তা হচ্ছে হৃদয়কমলে দিব্যজ্যোতির্ময় বাসুদেবকে নিত্য নিরন্তর স্মরণ, স্তুতি, সংকীর্তন করা। সত্যি কথা বলতে কী, এই-ই ধর্ম—'অন্তরের দেবতার সৎকার।'

ভাষ্যের এইস্থানে এসে আমরা বুঝতে পারি যে ধর্মের, ভক্তির, অধ্যাত্মের মূল স্থানটি আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছেন ভাষ্যকার। তা হল 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', অন্তরের দেবতাকে জাগ্রত করে বাইরের দেবতার পূজা। 'স্বরাট' এবং 'বিরাট' পুরুষের এখানেই মিলন, বেদান্তের পরিভাষায় 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মার' একত্ববোধ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্মের লক্ষণে বারবার স্তুতির কথা বলা হচ্ছে কেন বা এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? এর উত্তরে ভাষ্যকার বলছেন, "স্তুতিরূপ, নামার্চনারূপ পূজাই শ্রেষ্ঠ কারণ সেখানে হিংসাদি (পশুবলি বা প্রাণীহিংসা) কর্মের অবকাশ নেই, লোকবল-অর্থবল-উপাচারাদি দ্রব্যের, স্থানকাল ইত্যাদি কোনও বাহ্যবস্তু বা নিয়মের অপেক্ষা নেই। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজার্চনা দ্বারা যে-ফলপ্রাপ্তি হয়, সেই প্রাপ্তিই কলিযুগে হবে শুধুমাত্র কেশবের নাম-সংকীর্তন